‘এশিয়া ২০২৫’ এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

মোকাররম হোসেন, পিএইচডি গবেষক
email. mokarram76@yahoo.com

Part 1

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশ এবং এর বাইরে কিছু ঘটনা ঘটছে এবং ঘটে চলেছে যা চিন্তাশীল অনেককেই উদ্বিগ্ন করে তুলছে। ব্যাপারগুলোকে কাকতালীয় ঘটনা বা উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত চিন্তা বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন না বোদ্ধা মহলের অনেকে। বিসের সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডেয়ার (অব.) আব্দুল হাফিজ (নয়া দিগন্ত, ১৫.০৯.০৭) ও ডঃ মাহবুব উল্ল্যাহর (আমার দেশ, ২৭.০৯.০৭) সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি কলাম চিন্তার খোরাক যোগায় বৈকি।

যুক্তরাষ্ট্রের একজন অবসর প্রাপ্ত গোয়েন্দা কর্মকর্তা মি. রালফ পিটার মার্কিন সশস্ত্র বাহিনী জানার্লের (Armed Forces Journal) জুলাই ২০০৬ সংখ্যায় ‘রক্তের সীমানা’ বা Blood Borders শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, সৌদী আরব, তুরস্ক, মধ্যএশিয়া হয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত সব মুসলিম দেশগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে মার্কিনীদের ইচ্ছামাফিক এগুলোর সীমানাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো। মি. রালফ এর পরিকল্পনায় সৌদি আরব এর মধ্য থেকে পবিত্র ধর্মীয় স্থান মক্কা মদিনাকে নিয়ে গঠিত হবে পবিত্র রাষ্ট্র বা Sacred State। ইরাক হবে ত্রি-খন্ডিত। বসরাকে নিয়ে হবে দক্ষিণের শিয়া রাষ্ট্র। মধ্যখানে সুন্নি রাষ্ট্র । কুরদিদের নিয়ে কুরদীস্তান । এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকিস্তানের বেলুচিস্তান গোয়াধর বন্দর নিয়ে হবে স্বাধীন বেলুচিস্তান রাষ্ট্র। সীমান্ত প্রদেশ যাবে আফগানিস্তানে। শুধু পাঞ্জাব আর সিন্ধু থাকবে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত। মজার ব্যাপার হলো মি. রালফ তার মহাপরিকল্পনা পাকিস্তান পর্যন্ত এসে শেষ করেছেন, আর এগোননি। তার প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যদিও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে পুর্নবিন্যাস করা, কিন্তু কি কারণে তিনি পাকিস্তানকে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে যুক্ত করলেন, তা বোঝা গেল না। মি. পিটার ২৫ বছর ধরে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করেছেন। তার মানচিত্র বিন্যাসের এই ছক কি নিছক কল্পনা ? সেই উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকে ইরাককে কার্যত তিন অংশে বিভক্ত করলেও আমেরিকার সিনেট এই সেদিন দেশটিকে তিন টুকরা করার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিয়েছে। এদিকে আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতির পর হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বেলুচিস্তান সমস্যা দিন দিন যেভাবে স্পস্ট হয়ে উঠছে তা দেখে অন্তত ইরাক আর পাকিস্তানে নিকট ভবিষ্যতে মি. রালফ পিটারের মহাপরিকল্পনার ছায়া যদি কেউ দেখে, তাহলে তা কি খুব অবাস্তব বলা যায় ?

মি. রালফ পিটারের চিন্তার ঠিক সমধর্মী একটি পরিকল্পনা পাওয়া যায় ‘এশিয়া ২০২৫’ নামক এক প্রতিবেদনে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০০, ভারতীয় সাপ্তাহিক আউটলুক (Weekly Outlook, 18 Sept, 2000) পেন্টাগণ পরিবেশিত এই মহাপরিকল্পনা নিয়ে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রথম দিকে আউটলুকের এই প্রতিবেদনকে ভারতীয় প্রোপাগান্ডা বলে মনে হলেও সাম্প্রতিককালের ঘটনাপ্রবাহ বিশেষ করে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পরিস্থিতির পর অনেকে এটা নিয়ে ব্যাপক চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন। মজার ব্যাপার হলো পেন্টাগন প্রণীত ‘এশিয়া ২০২৫’ পূর্ণাঙ্গরূপে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আউটলুক ছাড়াও ওয়াশিংটন পোষ্ট (১৭ মার্চ ২০০০) এবং মালয়েশিয়ার প্রভাবশালী দৈনিক স্ট্রেইট টাইমসের (Daily Strait Times) ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০০ সংখ্যায় প্রতিবেদনের চুম্বক অংশ মন্তব্যধর্মী সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হয়।

"2025 Vision: A China Bent on Asian Dominance: Group Bides to Forecast Strategic Challenges"
শীর্ষক ওয়াশিংটন পোষ্টের ঐ প্রতিবেদনে বলা হয় "গত বছর গ্রীষ্মকালে পেন্টাগণের ঝানু ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা আন্দ্রে মার্শাল এর নেতৃত্বে রোডে আইল্যান্ডের নৌবাহিনী কলেজে এক বিশেষজ্ঞ প্যানেলের আলোচনা যা পরবতীতে সহকারী প্রতিরক্ষা সচিবের গ্রীষ্মকালীন প্রতিবেদন 'এশিয়া ২০২৫' হিসেবে তৈরি করা হয়"। স্টেইট টাইমের মতে পেন্টাগণের কর্তাব্যক্তি মি. মার্শাল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা চীনকে সামনে রেখে এশিয়ার পাঁচটি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক দৃশ্য তুলে ধরেন। তার মধ্যে একটি চিত্র হতে পারে এরকম-
"The increasing use of natural gas will reinforce the importance of suppliers in the middle East and Indonesia and focus attention on Iran, Central Asia, Bangladesh & Myanmar"
(ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা মধ্যপ্রাচ্য ও ইন্দোনেশিয়ান যোগানদাতাদের শক্তিশালী করবে এবং ইরান, মধ্যএশিয়া, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়বে) ।
ওয়াশিংটন পোষ্ট এবং স্ট্রেইট টাইমসের প্রতিবেদন প্রকাশের পর আউটলুকে প্রকাশিত 'এশিয়া ২০২৫' নামক মার্কিন নীল নকশাটি শুধুমাত্র ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের নিছক প্রচারণা বলার অবকাশ নেই। আর সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ ও ঐ নীল নকশার বাস্তবায়ন বলে মনে করা যেতে পারে।
সাপ্তাহিক আউটলুক 'এশিয়া ২০২৫' -এর বরাত দিয়ে লিখেছে, পাকিস্তান ২০১২ সালের দিকে পুরোপুরি অকেজো হয়ে যাবে এবং তার ভৌগোলিক অখন্ডতা হারাবে। প্রতিবেদনের কিছু অংশ পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো-
"By 2012, the Pakistan state is totally paralyzed and loses control to Islamic extremists who infiltrate Kasmir. India demands that Pakistan end the Islamic incursions. When Pakistan fails to respond, India moves into Azad Kashmir. Pakistan issues a nuclear ultimatum for Indian withdrawal from Azad Kashmir. The Chinese echo Pakistan's ultimatum & begin mobilizing its army along India's Eastern flank between Nepal & Bhutan to sever the Mizaram-Nagaland-Assam-Sikkim outpost of India and threaten to use all available means to stop Indian aggression. The US urges restraint and despite other flashpoints, the US sends naval forces to the Bay of Bengal and warns China to stay out. Fearing that Pakistan would use its nuclear weapons, India launches an unsuccessful conventional strike on the formers nuclear capabilities. Next, Pakistan launches nuclear strike against Indian forces along their common border, driving by a use it or loses it rationale. The extraordinary US action is also motivated by a desire to preempt a full-scale nuclear exchange between Pakistan and India. The US strikes by deploying deep penetration warheads launched from B-2 bombers to destroy Pakistan remaining nuclear forces. Faced with the reality of US-Indian cooperation, China backs off on the northeastern front.
Total anarchy prevails in Pakistan. The Indian army moves in to restore order. As the country disintegrates, Pakistans' regions accede incrementally

to India. The Sindhi, Baluch, and North West frontier province parliaments vote to join an Indian-led confederation. An Indian confederation emerges. Isolated Punjab is compelled to join the confederation and merges with its Indian counterpart to form a greater Punjab province within the confederation"

(২০১২ সালের দিকে পাকিস্তান পুরোপুরি অকেজো হয়ে যাবে এবং ইসলামী উগ্রবাদীদের উপরে দেশটি তার নিয়ন্ত্রন হারাবে আর উগ্রবাদিরা অনুপ্রবেশ করবে কাশ্মিরে। ভারত চাইবে পাকিস্তান তার ইসলামী জঙ্গীবাদীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করুক। পাকিস্তান তা করতে ব্যর্থ হলে, ভারতীয় বাহিনী আজাদ কাশ্মিরে প্রবেশ করবে। জবাবে পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের হুমকি দেবে। চীন পাকিস্তানের সাথে সুর মিলিয়ে নেপাল ও ভুটানের মাঝখানে তার সেনাবাহিনী মোতায়েন করে ভারতের মিজোরাম-নাগাল্যান্ড-আসাম-সিকিম সীমানাকে হুমকিতে ফেলে দেবে। জবাবে যুক্তরাষ্ট্র সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানাবে এবং অন্যান্য উত্তপ্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও, সে বঙ্গপসাগরে নৌবাহিনী পাঠাবে এবং চীনকে হুশিয়ার করে দিবে। পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করতে পারে এই ভয়ে ভারত পাকিস্তানের আনবিক স্থাপনাগুলোর উপর প্রচলিত অস্ত্র দিয়েই হামলা চালাবে যা মূলত সফল হবে না। জবাবে পাকিস্তান দুই দেশের মধ্যবর্তী সীমান্তে অবস্থিত ভারতীয় বাহিনীর উপর মরিয়া হয়ে পারমানবিক হামলা চালাবে। যুক্তরাষ্টের এই অতিরনজিত পদক্ষেপের উদ্দেশ্য পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে একটি পূর্ণ মাপের পারমানবিক শক্তির মোকাবেলাকে ত্বরান্বিত করা। যুক্তরাষ্ট্র বি-২ বোমারু বিমান থেকে গভীর লক্ষ্যভেদী ওয়ার হেডের সাহায্যে পাকিস্তানের অবশিষ্ট পারমানবিক শক্তিও ধ্বংস করে দেবে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র মৈত্রীর বাস্তব অবস্থা দেখে চীন ভারতের উত্তরাঞ্চল থেকে পিছু হটবে। পাকিস্তানে সর্বাত্মক বিশৃংখলা বিরাজ করবে। ভারতীয় বাহিনী সেখানে শৃংখলার জন্য ঢুকে পড়বে। দেশটি বিভাজিত হয়ে পড়লে, পাকিস্তানের অঞ্চলগুলো ধীরে ধীরে ভারতে একিভূত হয়ে যাবে। সিন্ধু, বালুচ আর সীমান্ত প্রদেশের পার্লামেন্ট ভারতের নেতৃত্বাধীন কনফেডারেশনে যোগদানের পক্ষে ভোট দেবে। ভারতীয় কনফেডারেশন তৈরি হওয়ার ফলে পাঞ্জাব একাকী টিকতে না পেরে একীভূত হয়ে যাবে এবং ভারতীয় পাঞ্জাবের সাথে যুক্ত হয়ে বৃহৎ পাঞ্জাব রাজ্য তৈরি করবে"।

আউটলুকের ঐ প্রতিবেদনে এশিয়াতে আরো কয়েকটি সম্ভাব্য দৃশ্যের অবতারনার কথা বলা হয়েছে। মার্কিন মুলুকের একটি প্রভাবশালী মাসিক আটলান্টিক (Monthly Atlantic, Sept, 2000) সেপ্টেম্বর ২০০০ সংখ্যায় পাকিস্তানের উপর দীর্ঘ এক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয় "মোশাররফ শাসিত পাকিস্তানের পরিণতি সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার মতো টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে"।

কিছুদিন আগে সাবেক পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসলাম বেগ তাঁর "Global conspiracies against Pakistan" শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন "যুক্তরাষ্ট্র, ভারতসহ অন্যান্য শক্তি যেভাবে পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলোকে আফগানিস্তান থেকে উন্নত অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও গোয়েন্দা শক্তি যোগাচ্ছে, তাতে এসব বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলোকে মোকাবেলা করা সেনাবাহিনীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে"। সাবেক আফগান মুজাহিদ নেতা গুলমুদ্দীন হেকমতিয়ারের কথাও এক্ষেত্রে ফেলনা নয়। ১০ নভেম্বর আলজাজিরা চ্যানেলের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তি ধ্বংস করা এবং দেশটাকে খন্ড-বিখন্ড করার জন্য আফগানিস্তানে ঘাটি গেড়েছে"।

ওদিকে থেমে নেই পাকিস্তান বিরোধী মিডিয়া যুদ্ধও। গত ২১ অক্টোবর মার্কিন সাময়িকী Newsweek প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে বলছে, "পাকিস্তান এখন বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ দেশ (Most Dangerous State)"। প্রভাবশালী জার্মান ম্যাগাজিন ডার স্পিগেলও (Der Spiegel) গত সেপ্টেম্বর ২০০৭ সংখ্যায় প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে পাকিস্তানকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মৌলবাদী উৎপাদনের কারখানা বলে অভিহিত করেছে। সম্প্রতি পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা জারির পর মার্কিন সশস্ত্র বাহিনী ও তাদের লালিত শাসক মোশাররফের পাকিস্তানের পারমানবিক শক্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ কি পেন্টাগনের রহস্যজনক 'এশিয়া ২০২৫' -এর বাস্তবায়নের একধাপের কথাই মনে করিয়ে দেয় না ? ১৮ নভেম্বর নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদ ভাষ্যে বলা হয় "সেই পাঁচ বৎসর পূর্ব থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোশাররফ সরকারের সাথে পাকিস্তানের পারমানবিক শক্তিকে নিরাপদ রাখার ব্যাপারে গোপনে সহযোগিতা করছে"।
আরেকটি বিষয়ে এখানে না বললেই নয়, সাম্প্রতিক কালে কিছু ঘটনা প্রমাণ করে, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আর জনগণকে পরস্পরকে মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে।
"এশিয়া ২০২৫" পরিকল্পনা সম্পর্কে ইসলামাবাদ ভিত্তিক ইন্সটিটিউট অব পলিসি স্টাডিজের চেয়ারম্যান প্রফেসর খুরশিদ আহমদ মাসিক 'তর্জুমানুল কুরআন' পত্রিকায় লিখেছেন "আমরা পাকিস্তানের জনগণ ও মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে পশ্চিমা শক্তি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত যে ষড়যন্ত্র করছে তার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ থাকতে আহ্বান জানাই। 'এশিয়া ২০২৫' ও এর সমগোত্রীয় ষড়যন্ত্রগুলো আমরা নিছক উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চাইনা "।
বিষয়টি নিয়ে ইন্টারনেটে প্রপাগান্ডাও চলছে বেশ জোরে সোরে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW (র)-এর প্রাক্তন কর্তাব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে নব্য গোয়েবলসীয় সংস্করণ ছ্যাগ, (SAAG, South Asian Analysis Group, www.saag.org)। এটি মূলত বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের অখন্ডতার বিরুদ্ধে ইন্টারনেট ভিত্তিক প্রপাগান্ডা ফোরাম হিসেবে কাজ করছে। সেখানেও খোলা হয়েছে নতুন ফ্রন্ট। জনৈক সৈয়দ জামালউদ্দীন দ্বারা ভিডিও ও বই প্রকাশ করা হয়েছে। যার শিরোনাম- "A call to international community and the united nations, Divide Pakistan to eliminate terrorism"
(পাকিস্তানকে খন্ড-বিখন্ড করে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান)।
আশ্চর্যের ব্যাপার এই ইন্টারনেটেও পাকিস্তানের যে ছিন্নভিন্ন মানচিত্র দেখানো হয়েছে, তার সাথে মি. রালফ ও 'এশিয়া ২০২৫' -এর অনেকটাই মিল রয়েছে।

‘এশিয়া ২০২৫’ এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

মোকাররম হোসেন, পিএইচডি গবেষক
email. mokarram76@yahoo

Part 2

প্রফেসর মাহবুব উল্ল্যাহর (আমার দেশ, ২৭.৯.২০০৭) মতে পাকিস্তানের অখন্ডতা নষ্ট হলে উপমহাদেশের শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হবে। কিন্তু আমরা সেদিকে যেতে চাইনা, ওখানে নিশ্চয়ই বোদ্ধা, পোড় খাওয়া রাজনৈতিক বা সমরবিশারদগণ আছেন যারা মি. রালফের মহাপরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা ফিকির করবেন, করবেন চুলচেরা বিশ্লেষণ। আমরা মূলতঃ নজর দিতে চাই সুজলা সুফলা ৫৫ হাজার বর্গমাইলের আমাদের প্রিয় মাতৃভুমির দিকে। ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বহ, প্রাকৃতিক আর মানবসম্পদে সমৃদ্ধ এই ক্ষুদ্র দেশের প্রতি কি রালফ পিটারের কোন সুরিধের শ্যেন দৃষ্টি পড়েছে মানচিত্র পূনর্বিন্যাসের ? অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, আউটলুকের ঐ প্রতিবেদনে পাকিস্তানকে ভারতে একীভূত হবার খোয়াব দেখানোর পাশাপাশি বাংলাদেশকেও ভারত মাতার (!) গর্ভে ঢুকিয়ে দেখানো হয়েছে। ভাবখানা এমন “সাবান কিনলে সাবান কেস ফ্রি”। আর আউটলুকের ঐ প্রচ্ছদ চিত্রে বাংলাদেশকে একই মানচিত্রের মাঝে ঢুকানো হয়েছে বলেই আমরা নিবন্ধের শুরুতে পাকিস্তানের বিষয়টি অবতারনা করলাম। ধরা যাক, পাকিস্তান বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রভাবের ফলে খন্ড-বিখন্ড হয়ে যাবে। কিন্তু এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশ কেন ভারত মাতার গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে তার কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেওয়া হয়নি আউটলুকের ঐ প্রতিবেদনে।

এদিকে, আমাদের রাজনীতির কথিত রহস্যপুরষ ‘দাদাভাই’ বাংলাদেশে এক এগারোর পট পরিবর্তনের পর হঠাৎ সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে দেশের রাজনৈতিক সীমানা মুছে ফেলার কোশেশ করছেন। গত ১৬-২১ মার্চ ২০০৭, সাপ্তাহিক প্রোব ম্যাগাজিনের সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, - "A small state like Bangladesh has no need for political boundaries; at the most, autonomy is required"(বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র দেশের জন্য রাজনৈতিক সীমানার কোন প্রয়োজন নেই, বড়জোর স্বায়ত্বশাসন প্রয়োজন হতে পারে)। এই দাদাভাই ২০০১ সালে "Identity, Religion and Politics-Future of Bengali Identity" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধে তিনি স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির বেশ প্রশংসা করেছেন। কিন্তু কোন সমন্বয় ছাড়াই প্রবন্ধের শেষ দিকে তিনি উপমহাদেশকে চারটি আঞ্চলিক এলাকা (Regional Block) গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। তার মতে ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে উপমহাদেশকে চারটি ভাগে ভাগ করা উচিত। পূর্বাঞ্চল (Eastern Region), পশ্চিমাঞ্চল (Western Region), দক্ষিণাঞ্চল (Southern Region), ও উত্তরাঞ্চল (Northern Region) নিয়ে আঞ্চলিক অংশে বিভাজিত হবে এই উপমহাদেশ। বাংলাদেশ, পার্বত্য-চট্টগ্রাম, ভূটান, নেপাল, পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড নিয়ে গঠিত হবে দাদাভাই এর কথিত পূর্বাঞ্চল। দাদাভাই অবশ্য বলেননি এই আঞ্চলিক এলাকাগুলো রাজনৈতিক পরিচয় কি হবে। নাকি ‘এশিয়া ২০২৫’-এর পরিকল্পনা মতো বাধ্য হয়ে ভারত মাতার আধিপত্য মেনে নিয়ে কনফেডারেশন গঠন করবে। কি ধরনের ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক (ধর্মীয় না হয় বাদই দেওয়া গেল) মিল খুঁজে পেলেন, যার ভিত্তিতে তিনি এই কথিত পূর্বাঞ্চল গঠন করবেন তারও কোন সদুত্তর নেই রহস্যপুরুষের ঐ নিবন্ধে।

রালফ পিটার, আন্দ্রে মার্শাল আর দাদাভাই -এর মতো মুসলিম বিশ্ব আর উপমহাদেশের মানচিত্র নিয়ে গবেষণায় (?) এগিয়ে রয়েছেন আরেকজন গবেষক জয়দিপ সায়কিয়া। বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী প্রচারে হিটলারের প্রোপাগান্ডা মন্ত্রীর ভাবী শিষ্য বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না আসামের অধিবাসী শ্রী সাইকিয়াকে। তিনি "Terror Sans Frontiers: Islamic Militancy in North East India" এবং "Bangladesh: Treading the Taliban Trail" শীর্ষক দু-খানা বই লিখে মার্কিন মুলুকে আরবানা শ্যাম্পেইন (Urbana Champaign) বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের গবেষক বনে গেছেন। তার মতে, বাংলাদেশ, আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান মৌলবাদীরা মিলে একটি 'বৃহৎ বাংলা' যা কিনা ইসলামী রাষ্ট্র হবে, তার জন্য যুদ্ধ জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। এটা নাকি ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আগামীতে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। তড়িৎ পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রয়োজনে ইসরাইল যেমন করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর অভ্যন্তরে সন্ত্রাসী খোঁজার নামে বোমা বর্ষণ করে, ঠিক তেমনি ভারতের উচিত হবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হামলা চালিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া, তার ভাষায় 'সন্ত্রাসী আস্তানাগুলো"।

শ্রী সাইকিয়ার অভিযোগ, মুসলিম মৌলবাদীদের এই স্বপ্নের শরিয়াহ রাষ্ট্র 'বৃহৎ বাংলা' গঠনের পেছনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই (DGFI) এবং পাকিস্তানের আই এস আই (ISI)। আর এটা হলে তা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। হুমকির মুকে পড়তে পারে ভারতের মূল ভূ-খন্ডের সাথে সাতবোন রাজ্যগুলোর সংযোগ রক্ষাকারী একমাত্র কৌশলগত ভূ-খন্ডটি। তিনি কথিত গবেষণা পুস্তকের শেষে বাংলাদেশে কিছু সন্ত্রাসী ঘাটির তালিকা দিয়েছেন। অবশ্য তিনি তার লিখার সমর্থনে কোন সূত্র উল্লেখ করেননি। তার কথিত সন্ত্রাসীর ঘাটির মধ্যে বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ মাদ্রাসাসমূহ, হাটহাজারী থেকে খোদ রাজধানীর লালবাগ, মোহাম্মপুর, মালিবাগ মাদ্রাসও বাদ যায়নি। ডিজিএফআই আর আই এস আই নাকি হাতে হাত মিলিয়ে মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এসব জায়গায়।

২০০৩ সালের শেষে প্রকাশিত শ্রী সাইকিয়ার ঐ পুস্তকটি শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়নি। বাংলাদেশেও এর প্রভাব লক্ষ্যণীয়। ঐ গবেষণা কর্মটি প্রকাশিত হবার পর রাসূল (সাঃ) কে নিয়ে ব্যঙ্গ কাটুন প্রকাশকারী সুশীল (?) দৈনিকটি ২০০৪ সালের শুরুতে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ মাদ্রাসাগুলোর উপরে একটি ধারাবাহিক অনুসন্ধানী (?) প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে যেসব মাদ্রাসার নাম আসে, শ্রীমান সাইকিয়ার তালিকার সাথে তার হুবহু মিল পাওয়া যায়। পরে অবশ্য আলেম সমাজের প্রচন্ড প্রতিবাদের মুখে সুশীল দৈনিকটি কথিত প্রতিবেদনটি বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

'সাইকিয়া সিন্ডোম'-এর আঁচড় শুধু সুশীল দৈনিকটিতেই সীমাবদ্ধ নেই। এদেশেই জন্মগ্রহণকারী পরাশক্তির এক রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যেও এর প্রভাব লক্ষণীয়। অবশ্য এই কূটনীতিকে এখন আর রাষ্ট্রদূত না বলে অনেক 'ভাইসরয়' বলেই অভিহিত করতে পছন্দ করেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়গুলোতে তার খোলামেলা অবস্থানের কারণে। তিনি তার দেশের রাজধানী লণ্ডন থেকে প্রকাশিত দৈনিক টেলিগ্রাফ পত্রিকাতে ১২ ডিসেম্বর ২০০৬ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,
"There is serious potential for radical Islam to take over. This is a country of 150 million Muslims and if we lose them to a radical umbrella it will change the geopolitics of our engagement with Islam and our efforts in countering

terror" (এখানে উগ্রবাদীদের ক্ষমতা গ্রহণের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এটি (বাংলাদেশ) ১৫ কোটি মুসলমানদের একটি দেশ। আমরা যদি এই দেশটিকে উগ্রবাদীদের হাতে হারাই তাহলে ইসলামের সাথে আমাদের অবস্থানের ভূ-রাজনীতিই পরিবর্তন হয়ে যাবে)। এই ভাইসরয় কাম রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের পর আর বুঝতে অসুবিধা হয় না, জাতিসংঘের মহাসচিব বান-কি-মুন কেনইবা বিশেষ চিঠি দিয়ে এক এগারের পরিবর্তনে অনুঘটকের ভূমিকা পাল করেন।

ইন্টারনেট থেকে জানা হয়, আগামী বছরের শুরুতে "Pakistan: securing the insecure state" (পাকিস্তান ঃ অনিরাপদ রাষ্ট্রকে নিরাপদকরণ) নামে পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও পারমানবিক শক্তির একটি বই প্রকাশিত হবে। ইরাকে ধ্বংস করা হল কথিত ইউপোনস অফ মাস ডেস্ট্রকশানের জন্য (Weapons of Mass destructions), আফগানিস্তান দখল করা হল ওসামা বিন লাদেনকে ধরার জন্য, পাকিস্তানকে সম্ভবতঃ অনিরাপদ রাষ্ট্রকে নিরাপদ (ঠান্ডা) করার জন্য, আর বাংলাদেশ ? এক্ষেত্রে সাইকিয়া বাবু আর ভাইসরয়ের বক্তব্য কি কোন ঈঙ্গিত বহন করে ?

শ্রীমান সাইকিয়ার গবেষণা কর্মে যে শরীয়াহ রাষ্ট্র তথা ‘বৃহৎ বাংলা’ গঠনের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে, বাস্তবে তার ছিটে ফোটা নমুনাও খুজে পাওয়া যায় না। এদিকে দেখা যাচ্ছে, ভারতের সাম্প্রতিক যে কোন সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে বাংলাদেশের কথিত মৌলবাদীদের যোগসূত্র খুঁজে ব্যাপক মিডিয়া প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে। তাহলে কি ভেবে নেওয়া যায়, পাকিস্তান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরে বাংলাদেশ ফ্রন্টে হামলা চালানোর ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে ?

পেন্টাগনে প্রণীত ‘এশিয়া ২০২৫’ এ যেভাবে বঙ্গোপসাগরের চিত্র অংকন করা হয়েছে, তারই কি একটা রিহার্সেল হয়ে গেল গত আগস্টের ‘অপারেশন মালাবার’ এর মাধ্যমে ? ‘অপারেশন মালাবার’, যাকে বলা হচ্ছে সাম্প্রতিক কালের বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের সবচেয়ে বড় সামরিক মহড়া। এতে মার্কিন সপ্তম নৌবহর পর্যন্ত অংশ নেয়। ৯ সেপ্টেম্বর রয়টার্সের খবরে বলা হয় “অপারেশন মালাবার”-এর পর বঙ্গোপসাগরে প্রাধান্য বিস্তারে ভারতকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নৌজোট গঠনের উগ্যোগ নিচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো সুদূরের দেশ অস্ট্রেলিয়া আর ক্ষুদ্র সিংগাপুরকে এই মহাড়ায় শরীক করা হলেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তানকে।

সর্বশেষ আমরা বলতে চাই, আট বৎসর আগে উপমহাদেশের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রকে অকেজো করার জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তার বাস্তবায়ন এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট। ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে যে একজন জাতি ও ধর্ম বিদ্বেষী ক্ষমতা লোলুপ সামরিক শাসক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক এগারের পট পরিবর্তনকে যারা সাদা চোখে দেখতে চান তাদের সাথে আমরা একমত হতে পারিনা উপরোক্ত পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন দেখে। দীর্ঘ আট বৎসর আগে যে কায়দায় আর যাদের সমর্থনে বা পরিকল্পনায় ক্ষমতায় এসে উপমহাদেশের একটি পারমানবিক শক্তিধর রাষ্ট্রকে যে ‘মডেল’ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে, তারই বর্ধিত বা উন্নত সংস্করণ আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে তা বিশ্বাস করতে আমাদের খুব কষ্ট হয়।